একজন সার্থক মা

৬১ বছর বয়সে এক চোখের জ্যোতি নিয়ে মাত্র ৭ দিনে কমপিউটার শিখে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করা মিসেস আয়েশা ফয়েজ। স্বামী জনাব ফয়েজুর রহমান আহমেদকে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঠাণ্ডা মাথায় নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি তারপর কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছয় কৃতি সন্তান পালন করেছেন যাঁরা আজ আমাদের দেশের নাম দেশ-বিদেশে উজ্জ্বল করেছেন। তাঁরা হলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ হুমায়ুন আহমেদ, কমপিউটার বিশেষজ্ঞ ডঃ জাফর ইকবাল, কার্টুনিষ্ট আহসান হাবীব, সরকারী বাংলা কলেজের প্রভাষিকা সুফিয়া হায়দার, ভাস্কর ও টাই-ডাই বিশেষজ্ঞ মমতাজ শহীদ, এবং রোখসানা আহমেদ, মূক ও বধির, যে ছবি এঁকে শংকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। মিসেস আয়েশা ফয়েজ ৭ দিনে কমপিউটার শিখে নিজের লেখা বই 'জীবন যে রকম' কম্পোজ করে এনেছেন। অথচ আমাদের দেশের নীতি নির্ধারকদের কমপিউটারের কথা বললেই তারা আঁতকে উঠেন, করজোড়ে বলেন, ভাই, আমি কমপিউটারের কিছুই জানি না-আমাকে এসব জিজ্ঞেস করবেন না। সেই সব বিজ্ঞদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন মাতৃস্থানীয়া **আয়েশা ফয়েজ**। কমপিউটার জগৎ-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন--

আমার মেজো ছেলে ডঃ জাফর ইকবালের নিউ জার্সীর বাড়ীতে তার পড়ার ঘরে কদিন আগে আমি জীবনের প্রথমবারের মত কমপিউটার দেখি। দেশে কমপিউটারের কথা শুনলেও কখনো চোখে দেখিনি।

যদিও আমার বয়স এখন ৬১ বছর, কিন্তু মেজো ছেলের উৎসাহ অনুপ্রেরণাতেই আগ্রহ করে শুরু করি কমপিউটার শিখতে। অবশ্য এটা ছিলো আমার ছেলের নিজের উদ্ভাবিত বাংলা কী বোর্ড। যা বাংলা ভাষায় বিশ্বের প্রথম কী বোর্ড। এই কী বোর্ডটি সে কমপিউটারে বাংলাভাষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে এর ব্যবহারকারীদের বিনামূল্যে সরবরাহ করছে। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ মঈন তাকে বার বার বলেছেন, এটা ব্যবসায়িকভাবে বাজারজাত করার জন্য। **আমি খুব তাড়াতাড়ি মাত্র ৭ দিনের মধ্যেই মোটামুটি কমপিউটারে টাইপ করা শিখে গেলাম এবং দেশে অন্য ছেলে ও নাতনীদের কাছে কমপিউটারে চিঠি লিখে পাঠাতে শুরু করলাম।** তবে প্রথম দিকে কমাণ্ডগুলি মনে রাখতে অসুবিধা হতো, লেখা save করতে ভুলে যেতাম, লেখা ছোট বড় করা, ভুল শব্দ ঠিক করা, প্রভৃতি আমার মনে থাকতো না তখন আমার ছেলে ইকবাল কোন কাজের জন্য কোন কমাণ্ড ব্যবহার করতে হবে সেটা একটা কাগজে লিখে দিয়েছিলো। আমি সেটা দেখে দেখে নির্ভুলভাবে আমার "জীবন যেরকম" বইখানা সম্পূর্ণ কম্পোজ করে এনেছি।

আমেরিকায় আয়েশা ফয়েজ ছেলে জাফর ইকবাল (কমপিউটার জগৎ-এর আমেরিকা প্রতিনিধি) ও তার সন্তান সহ

আয়েশা ফয়েজের নিজ হাতে কমপিউটারে কম্পোজ করা বই "জীবন যেরকম" বইয়ের একটি পৃষ্ঠা।

মাটিতে বিচার করা হবে। ন্যুরেম্বার্গের বিচারের মত হবে সেই বিচার। এই স্বাধীন দেশের মানুষের সামনে দাড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে সেই হত্যাকারী খুনীদের। বলতে হবে কেন বিনা বিচারে হত্যা করেছে এই মানুষদের। পৃথিবীর সব মানুষ জানবে কি নৃশংস অত্যাচারে এ দেশের মানুষ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে।

আমি অপেক্ষা করে আছি, আমার ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু সেই মুখ্যাপরাধীদের বিচার করা হল না। এ দেশের তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে পাকিস্তানের নব্বুই হাজার সৈন্য সসম্মানে তাদের দেশে ফিরে গেল। এ দেশের সরকার একটি বার তার বিচারের কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করল না। তিরিশ লক্ষ প্রাণের প্রতি অবমাননার এর থেকে বড় উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও নেই। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারকে আমি কখনো সে জন্যে ক্ষমা করি নি।

এর পর প্রত্যেকবার নূতন সরকার আসার পর আমি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে কাছে আবেদন করে বলেছি পাকিস্তান সরকারের কাছে আমার স্বামীর হত্যাকারীকে ফেরৎ চেয়ে এ দেশের মাটিতে তার বিচার করা হোক। তিরিশ লক্ষ প্রাণের প্রতি যে অবমাননা দেখানো হয়েছে সেই অবমাননার অবসান করা হোক। কোন লাভ হয় নি।

এখন দেশে আবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নূতন সরকার এসেছে। আমি আবার প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে আমার স্বামীর হত্যাকারীর বিচার চাইব। আমার বক্তব্য অত্যন্ত সরল, আমি যাহাতুর সনে একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে পিরোজপুর থানায় কেস ফাইল করেছি, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমি সেই বিচার আশা করতে পারি। এ দেশের কোর্টে হত্যাকারীর বিচার করা হোক। পাকিস্তান সরকারের কাছে সেই হত্যাকারীকে ফেরৎ চাওয়া হোক। একটি দেশকে তার দেশের তিরিশ লক্ষ প্রাণের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে হলেও সেই হত্যাকারীর বিচার করতে হবে। করতেই হবে।

যদি এ সরকারের কাছে বিচার না পাই, পরের সরকারের কাছে আবার এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে যাব। যদি না পাই তাহলে এর পরের সরকারের কাছে বিচার চাইব। না হলে এর পরের সরকারের কাছে। হয়তো একদিন একটি সরকার আসবে যে সরকার সারা পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে বলবে, সত্যিই তো একটা নৃশংস জাতি ঠাণ্ডা মাথায় এ দেশের তিরিশ লক্ষ মানুষকে খুন করে ভাবে, আর সেই খুনীদের বিচার করার কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করব না আমরা কি এত বড় মেরুদণ্ডহীন জাতি?

নিশ্চয় আসবে।

৫৪

আমার ছয় বছর বয়স্ক নাতি নাবিল ইকবাল অবশ্য আমার চেয়েও ভালো টাইপ করতে পারে। সে এর মধ্যেই কমপিউটারে বিভিন্ন ধরনের ছবি ও কার্টুন আঁকে। এবং আমি দেখেছি আমার ছেলে এবং বৌমাসহ অন্যান্য কেউই এখন আর হাতে লিখে তেমন কোনো কিছুই করে না। সবই সরাসরি কমপিউটারে করে।

আমার হাত কমপিউটারে চালু করার জন্য আমি বাংলাদেশী এসোসিয়েশন-এর কিছু চিঠিপত্র লেখালেখির কাজ করতাম। এই কাজ দেখে এসোসিয়েশন-এর কর্মকর্তারা অত্যন্ত খুশী হন এবং আমাকে জাহানারা ইমাম, নির্মলেন্দুগুণ প্রমুখের

লেখা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি বই-এর কিছু অংশ টাইপ করতে দেন। বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন ওখানকার বাংলাদেশী এসোসিয়েশন। প্রধানতঃ আমার বৌমা ইয়াসমীনের আগ্রহেই আমি সেই লেখাগুলি কমপিউটারে টাইপ করা শুরু করি। আমার কাছে সবচেয়ে অকল্পনীয় যেটা ছিল- তা হলো পারিশ্রমিকের ব্যাপারটা। আমার ধারনা ছিলো আমি তাঁদেরকে এমনিতেই কাজটা করে দিচ্ছি। কিন্তু পরে জানা গেলো প্রতি পৃষ্ঠা ৭ ডলার করে পারিশ্রমিক হিসাবে আমাকে দেয়া হয়েছে। আমার কাছে যা অত্যন্ত বিস্ময়কর। একাজে আমি বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১৬০০০/০০ (ষোল হাজার টাকা) আয় করি।

আমার মনে হয়, এই সুযোগটা আমাদের দেশে কাজে লাগানো উচিত। কমপিউটারে বিভিন্ন কাজে দেশের বিরাট বেকার জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে অতি সহজে যেমনভাবে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যায় তেমনিভাবে দেশও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে। বিশেষ করে সারা পৃথিবীই যেখানে অদূর ভবিষ্যতে কমপিউটার ছাড়া চলবে না বলে শুনছি সেক্ষেত্রে আমাদের ছেলেমেয়েদের কমপিউটার বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে এই ধরনের কমপিউটার টাইপ-এর কাজে লাগানো যায়। কারণ **আমি অত্যন্ত অল্প শিক্ষিত (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া জানা) প্রায় বৃদ্ধ মানুষ যেখানে এতগুলো টাকা উপার্জন করেছি সেখানে যুবকেরা তো আরো বেশী পারবে। আমি আমেরিকাতে যত যায়গায় গেছি সেখানে দোকানে, বাজারে, হোটেলে সব জায়গায় দেখেছি পুরো হিসাব-নিকাশ কমপিউটারে করছে।** এমনকি বড় দোকানে দেখেছি আলাদা কোনো সেলসম্যান নাই ক্রেতা পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসপত্র একটি ট্রলিতে নিয়ে কাউন্টারে এসেছে এবং সেখানে কমপিউটারে হিসাব করে বিল দেয়া হচ্ছে। বিক্রেতা বা ক্রেতা কারোই কোনো অহেতুক ঝামেলার মধ্যে যেতে হচ্ছে না। **আমেরিকাতে আমি শুনেছি তারা তাদের বিভিন্ন ধরনের কাজ আমাদের মত গরীব দেশ থেকে অল্প পয়সায় করিয়ে নিয়ে যায়। আমার মনে হয় এই দেশের লাখ লাখ শিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা ঘরের বউ-ঝিয়েরা মাত্র ৬/৭ দিনেই কাজ শিখে এই কাজগুলো করতে পারলে দেশের গরিবী অবস্থা অনেকটা দূর হবে।**

অবশ্য এই বিষয়ে **কমপিউটার জগৎ** পত্রিকা গত দুই/তিন মাস ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে **এই দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা যেহেতু কমপিউটার জানেন না সেহেতু তাঁদেরও উচিত অল্প সময়ে কমপিউটার শিখে বিদেশ থেকে কাজ আনার ব্যাপারে আগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে।**

পুরো ব্যাপারটাই একটা হালকা হাসি খুশীর ব্যাপার কিন্তু আমার চোখ আদ্র হয়ে উঠল। আমি কি সত্যিই আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি? এই আনন্দোল্লাসের মাঝে সেই মানুষটি যদি হঠাৎ এসে হাজির হত তাহলে না জানি তার কেমন লাগত। কি করত লোকটি? নিশ্চয়ই অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করত, আয়েশা, এরা কারা?

আমি বলতাম, চিনতে পারছ না? ঐ যে তোমার ছেলে কাজল, দেখ মুনমুন আহমেদ নামে সে কত বড় সাহিত্যিক হয়েছে! তার পাশে যে মেয়েটি সে হচ্ছে তোমার পুত্রবধূ টিংকু। আর ঐ দেখ তোমার ফুটফুটে নাত্নীরা, নোভা, লীলা আর বিপাশা। ঐ দেখ তোমার অন্য ছেলে মেয়েরা, শেতু শিখু, শাহীন আর মনি। আলী হায়দার খান নামে সেই ছেলেটির কথা মনে আছে? যুদ্ধের সময় আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যে কত চেষ্টা করেছিল সে হচ্ছে শেতুর বর। আর ঐ দেখ তাদের ফুলের মত মেয়েরা, শর্মি, অমি আর নীহা। ঐ যে শিখু, তার বরকে তুমি দেখ নি। তার নাম হচ্ছে শহীদ উল্লাহ, যখন ছেলেরা আমেরিকা পড়তে গিয়েছিল সে নিজের ছেলের মত আমার পাশে ছিল সর্বক্ষন। ঐ যে তাদের ছটফটে মেয়ে শুচি। তোমার ছোট ছেলে শাহীনকে দেখ কত বড় হয়েছে, পাশে যে বাচ্চা মতো মেয়েটি সে হচ্ছে তার স্ত্রী রীতা। মনে আছে কথা জানত না বলে মনিকে নিয়ে তোমার কত দুশ্চিন্তা ছিল? ঐ দেখ তার বিয়ে হয়েছে সুপনের সাথে। ইকবাল এখানে নেই, আমি যাচ্ছি তার সাথে দেখা করতে আমেরিকায়, সেখানে আছে তার স্ত্রী ইয়াসমীন, আর ছেলে মেয়ে, নাবিল আর ইয়েশিম।

লোকটা অবাক হয়ে বলত, কি আশ্চর্য, আমি ছিলাম না কয়দিন তার মাঝে এতকিছু হয়ে গেছে?

আমি বলতাম, কয়দিন কি বলছ, তুমি জান কুড়ি বছর হয়ে গেছে?

কুড়ি বছর? কি আশ্চর্য।

কিন্তু সেই লোকটি তো আর সত্যিই আসতে পারে না।

কেমন করে আসবে? সেই কতকাল আগে কিছু নিষ্ঠুর মানুষ কি অনায়াসে আমার কাছ থেকে তাকে কেড়ে নিয়েছে।

আমি সাবধানে চোখ মুছে আনন্দ উল্লাসে যোগ দিলাম।

'জীবন যেরকম' বইয়ের অপর একটি পৃষ্ঠা।

আমেরিকাতে দেখেছি ওখানে ৫/৬ বছর বয়সী বাচ্চারা খুব সহজেই কমপিউটারে কাজ করে। অর্থাৎ তাদের স্কুলের রুটিন তৈরী করা, বিভিন্ন জনকে চিঠি লেখা, কমপিউটারে কার্টুন ও ছবি তৈরী করা ইত্যাদি। অবশ্য এটা ঠিক যে ওদের কমপিউটার ব্যবহারে প্রচুর সুযোগও রয়েছে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাও খুব সহজেই কমপিউটার শিখতে পারবে যদি তাদের আমরা সুযোগ দিই। ❑

গ্রন্থনা ঃ লীনা ইনাম

পাড়াগাঁয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে কমপিউটার পরিচিতি প্রকল্প

কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে সামনের ২০শে ডিসেম্বরের পর থেকে শহরের গণ্ডীর বাইরের বিদ্যালয়গুলোতে সাধ্যানুযায়ী কমপিউটার নিয়ে যাওয়া হবে। উদ্দেশ্য গ্রামীণ / মফস্বলীয় বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কমপিউটার বিষয়ে অন্ততঃ অতি প্রাথমিক কিছু ধারণা দেওয়া। এই সিদ্ধান্ত কমপিউটার জগৎ-এর 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' আন্দোলনেরই অংশ। রাজধানীর বাইরের কোন বিদ্যালয় এ ব্যাপারে উৎসাহী হলে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

"গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের কমপিউটার পরিচিতি প্রকল্প"

কমপিউটার জগৎ

১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫, ফোন ঃ ৫০৬৪৮৫